"অপরের মেধাসত্ত্ব চুরি করে নিজের নামে চালানো এবং শিক্ষক হিসাবে আমাদের দায়বদ্ধতা"

আজকের এ লেখাটি আমাকে লিখতে হবে তা দু,দিন আগেও ভাবিনি। ঘটনাটি অনলাইন ক্লাস কেন্দ্রিক। শিক্ষক বাতায়নের বর্তমান সংস্করণটি চালুর পর থেকে যখনি সময় পাই চেষ্টা করি বাতায়ন সংশ্লিষ্ট কোন না কোন ক্ষেত্রে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখার। আজ যখন এ লেখাটি লিখছি তখন শিক্ষকদের জাতীয় প্ল্যাটফর্ম শিক্ষক বাতায়নে আমি যে বিষয়ে পাঠদান করি তাতে মোট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের সংখ্যা ৯৫টি (যদিও সবগুলি কারিকুলামভূক্ত নয়)। এর মধ্যে এই অধমেরই শুধু পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আছে ২৮টি। যা, যে কেউ আমার শিক্ষক বাতায়নের প্রোফাইলে https://www.teachers.gov.bd/profile/sanjoyzoology92 গিয়ে চেক করলেই দেখতে পাবেন।

গত ১৯/০৬/২০২০ শিক্ষক বাতায়নে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের একাদশ অধ্যায়ের (জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন) উপর " বর্ণান্ধতা" শিরোনামে একটি প্রেজেন্টেশন পেশ করি। প্রেজেন্টেশনটির শিক্ষক বাতায়ন লিংক https://www.teachers.gov.bd/content/details/588880 আমি সেই সাথে আমার সহকর্মী ও ছাত্র ছাত্রীদের সুবিধার্থে আমার নিজের ফেইসবুক পেইজে ও শিক্ষা সংক্রান্ত আরো কিছু পেইজ/গ্রুপে লিংকটি শেয়ার করি। বাতায়নে এই অধ্যায়ের উপর (আজ পর্যন্ত) প্রেজেন্টেশন আছে ৬টি, যার মধ্যে ১টি আমার। বলা দরকার,শিক্ষক বাতায়নে এখনও উক্ত বিষয়ে (বর্ণান্ধতা) আর কোন প্রেজেন্টেশন নাই।

ইদানিংয়ের গড়ে উঠা অভ্যাস হিসাবে গতকাল ইন্টারনেটে ভেসে আসা সারাদেশের অনলাইন ক্লাসের উপর চোখ রাখতে গিয়ে দেখি রাজশাহী বিভাগের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ..... কলেজের জনৈক .....ইসলাম আমার প্রেজেন্টেশনটি দিয়ে পাঠদান করছেন।পরিবর্তন শুধু একটাই, আমার নামের জায়গায় তিনি বেশ দক্ষতার সাথে নিজের নামটি বসিয়ে দিয়েছেন। আমি ইউনিয়ন পর্যায়ের একটি কলেজের শিক্ষক। যাহোক, নিজের প্রেজেন্টেশনটি অন্য শিক্ষকের পাঠে উপস্থাপিত হচ্ছে দেখে আমার ভালই লাগছিল। কোন গীতিকারের গান যখন বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে জনপ্রিয় হয়ে উঠে তখন তার ভাল লাগারই কথা। আমি প্রেজেন্টেশনটির মূল প্রণেতা হিসাবে এই ভাল লাগার অনুভূতির কথা শিক্ষক মহোদয়কে তার পাঠ সংশ্লিষ্ট কমেন্ট বক্সে জানিয়েও দিয়েছি। কিন্তু, শিরোনামেই যেমন বলেছি চৌর্যবৃত্তি ,অর্থাৎ একাই তিনি সব কৃতিত্ব নিবেন। তাই ভদ্রলোকের (?) তা ভাল লাগেনি। আমার মন্তব্যটি কয়েক ঘন্টা থাকার পর ওনার নজরে এলে (তিনি নিজে/এডমিন) তা রিমুভ/ডিলিট করে দিয়েছেন।

ক্লাসটি ইতোমধ্যেই বেশ কিছু লাইক,শেয়ারও পেয়েছে। চলমান ক্লাসটিতে আমার করা মন্তব্য (রিমুভ/ডিলিট) ও অন্যান্যদের করা মন্তব্যের স্ক্রীণশট ও ভিডিও ইতোমধ্যেই আমার সংগ্রহে আছে।অতএব, মহোদয়ের (?) আমার মন্তব্য রিমুভ বা ডিলিটে এমন কিছু আসে যায়না। ওনার ক্লাসে মন্তব্যকারীদের মধ্যে রাজশাহী কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ মহোদয় প্রফেসর হাবিবুর রহমান স্যারও আছেন। আর সে কারণেই বোধ হয় গুণীদের সমাজে আমার ঠাই হলোনা।সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের মনের এ ধরণের দৈন্যতায় আমি অবাক। এরই মধ্যে আবার গতকাল সন্ধ্যায় পুরানো একটি খবর নুতন করে এলো।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু,জন শিক্ষকের গবেষণা জালিয়াতি। আসলে নিজে শিক্ষক হয়ে আমি খুবই বিব্রত বোধ করছি।ভাবছি,আমাদের প্রতি এ সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে?

ব্যক্তিগত জীবনে আমি যে কখনো ক্লাসে অন্য কোন স্যারের প্রেজেন্টশন ইউজ করিনি তা নয়। আমি সে ক্ষেত্রে আগেই ভূমিকায় ছাত্র-ছাত্রীদের বলে দেই " তোমরাতো সব সময় আমার ক্লাস দেখ / শুন । আজ তোমাদের আমার চেয়ে সেরা অমুক কলেজের অমুক সারের ভাল একটা ক্লাস দেখাবো"। আমার মনে হয় আমার ছাত্ররা আমার সরল উক্তি সানন্দেই গ্রহণ করে। এতে কখনো আমার কোন ব্যক্তিত্ব হানি হয়েছে বলে আমার নিজের কাছে মনে হয়নি।

আসলে ক্লাসটি নিয়ে বোধ হয় একটু বেশিই টানা-হেঁচড়াই করে ফেলেছি। অবশ্য করবো-না-ইবা কেন? কারণ, ক্লাসটিতে যে বাড়ির কাজ দেওয়া আছে তার সাথে জড়িয়ে আছে আমার কিছু স্মৃতি, কিছু আবেগ।সেখানে যে উদ্দীপকটি দেওয়া আছে তাতে যে দুটি স্থানের নাম উল্লেখ আছে সেগুলির সাথে জড়িয়ে আছে আমার ছাত্র জীবনের স্মৃতি। আর যে দু,বন্ধুর নাম উল্লেখ আছে তারা মাত্র দু,ব্যাচ আগের আমার প্রিয় সাবেক ছাত্র এবং আমার কলেজের পরিসংখ্যান বিষয়ের জ্যেষ্ঠ সহকর্মী জনাব,মোঃদেলোয়ার হোসেন ও লাইব্রেরিয়ান জনাব,মোঃশাহ আলম সাহেবের পুত্র। অতএব, আপনারাই বলুন এসব স্মৃতি কি ছিনতাই হতে দেয়া যায়?

আমি পারতাম প্রেজেন্টশনটি রিড অনলি করে দিতে। কিন্তু, কোথায় যেন একটু বাঁধে। কারণ, ছোট থেকেই শিখেছি "বিদ্যা বিতরণে বাড়ে"। তাই,আর পারিনি। ভদ্রলোক (?) যদি শুধু আমার মন্তব্যটি রিমুভ না করতেন,তা হলে হয়ত আমিও এ লেখা লিখতামনা।কারণ, ওনার কৃতিত্বে স্রেফ আমার নামটি থাকলেই আমি ধরে নিতাম শিক্ষক মহোদয় আমার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছেন। আমি আজই ওনার বাতায়ন প্রোফাইলও চেক করে দেখেছি এবং সবকটি আইটেমেই পারফরমেন্স পেয়েছি জিরো। অথচ, ওনার কলেজেই এক সহকর্মী আছেন যিনি একজন ICT4E ডিসট্রিক্ট অ্যাম্বাসেডর। আমার মনে হয় যদি তিনি শিখতে চাইতেন তাহলে প্রশিক্ষক তিনি ঘরেই পেতেন। আর সে ক্ষেত্রে আমার প্রেজেন্টশনটি তাকে চালাকি করে চালাতে হতোনা।

আমার এ লেখার পাঠকদের মধ্যে আপনারা অনেকেই হয়ত শিক্ষক আছেন (যে কোন স্তরের)। আপনাদেরকে বলি- "শিক্ষক বাতায়নের সদস্য হোন, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করুন"। আপনার প্রতিভার নানাদিক শিক্ষকদের এই জাতীয় প্ল্যাটফর্মটিতে তুলে ধরার সুযোগ রয়েছে। শিক্ষক হিসাবে রাষ্ট্রের কাছে ,জাতির কাছে আপনার দায়বদ্ধতা রয়েছে। অতএব, জাতির কান্ডারী হিসাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করুন। মুজিব বর্ষে প্রধানমন্ত্রীর নিকট আমাদের প্রত্যাশার শেষ নেই। ন্যার্য দাবি, প্রত্যাশা এগুলির বিষয়ে আমিও আপনাদের সাথে একমত। কিন্তু, আজ থেকে প্রায় চার বছর আগে (১৯ জানুয়ারী ২০১৭) সুইজারল্যান্ডের দ্যাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের বার্ষিক সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ২১ সালের মধ্যে আমাদের নয় লক্ষ শিক্ষককে শিক্ষক বাতায়নে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে যে আহ্বান জানিয়েছেন আমরা তার কতটুকু কি করেছি। আসুন সবাই মিলে তা সত্ত্বর বাস্তবায়ন করি এবং কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে উন্নতির শিখরে অধিষ্ঠিত করি।

লেখক পরিচিতি- সঞ্জয় ভৌমিক ,প্রভাষক ও বিভাগীয় প্রধান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, গৃদকালিন্দিয়া হাজেরা হাসমত ডিগ্রি (অনার্স) কলেজ, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর। ০৯/০৯/২০২০ রাত ৮.৩০ ।